ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -৪৪৯৬(আগরতলা, ৭।৩)
কুমারঘাট, ৭ মার্চ, ২০১৯

আনারস চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঊনকোটিতে সেমিনার

ঊনকোটি জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল উত্তর পাবিয়াছড়া মানসী মিলনায়তনে আনারস চাষের বিষয়ে সেমিনার আয়োজিত হয়। ঊনকোটি জেলায় আনারস চাষের এলাকা সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপননের লক্ষ্যে আয়োজিত এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ভগবান দাস। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার প্রমুখ।

সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্য সরকার গ্রাম পাহাড়ে গরিব অংশের মানুষকে কিভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। জনগণকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সর্বদা পাশে রয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার দক্ষতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য বজারজাতকরণ সহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার জনকল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প চালু করেছে, যার আওতায় অসংগঠিত কর্মীরা পেনশন পাবেন।

উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, রাজ্যের চাষীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে সরকার কৃষি উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের সম্মান জানিয়ে তাদের বার্ষিক ৬ হাজার টাকা প্রদানের যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে এই কর্মসূচিতে রাজ্যে ইতিমধ্যে দেড় লক্ষের অধিক কৃষককে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যেও এই জাতীয় সেমিনারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উপঅধিকর্তা রাজীব ভট্টাচার্য, দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা কৃষানু চক্রবর্তী, সহঅধিকর্তা অলক কান্তি ধর প্রমুখ আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এ বছর জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্যুইন প্রজাতির আনারস চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য চাষীদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

*****